লিভারপুল

চ্যাম্পিয়ন অব ইউরোপ

লিখেছেন **ফজলে রাব্বি রাজীব**

এই মুহূর্তে ইউরোপের সেরা ফুটবল ক্লাব কোনটি? এই প্রশ্নের জবাবে কেউ বলবেন রিয়াল মাদ্রিদের নাম। আবার কেউ কেউ বার্সেলোনা, চেলসি, আর্সেনাল, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, যুভেন্টাস কিংবা এসি মিলানের পক্ষে যুক্তি দেখাবেন। নিতান্তই লিভারপুলের গোঁড়া সাপোর্টার না হলে কেউ তাদেরকে ইউরোপের সেরা দল মানতে রাজি হবে না। গত শতাব্দীর সেরা ইংলিশ দলের সম্মানে ভূষিত হওয়া দলটির সুসময় এখন শুধুই ইতিহাস। ইউরোপের অন্যান্য প্রতিযোগিতার কথা বাদই দিলাম, ইংলিশ লীগেও গত এক যুগে সফলতার মুখ দেখেনি তারা। ইংলিশ লীগে এ বছর তাদের অবস্থান আরো বেশি নড়বড়ে। পুরো মৌসুম উজ্জীবিত ফুটবল উপহার দিলেও লীগে তাদের অবস্থান প্রথম চারের বাইরে। অর্থাৎ আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লীগে খেলতে পারছে না তারা। এই যখন দলের চেহারা, তখন বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া কেউ তাদেরকে ইউরোপের সেরা মানতে রাজি হবে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, লিভারপুলই এই মুহূর্তে ইউরোপের সেরা ফুটবল ক্লাব। গত ২৬ তারিখ চ্যাম্পিয়ন্স লীগের ফাইনালে হট ফেভারিট এসি মিলানকে হারিয়ে তারা আগামী এক বছরের জন্য ইউরোপের ক্লাব ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আসরের শিরোপা ঘরে তুলে নিলো।

ইটালি তথা পুরো ইউরোপের 'পাওয়ার হাউস' হিসেবে পরিচিত এসি মিলানের সাথে শক্তির বিচার করলে রক্ষণভাগ, মাঝমাঠ, আক্রমণভাগ সবদিক থেকেই মিলান ঢের ভালো দল। তবে পরিসংখ্যান যে সব সময় খেলার ফল নির্ধারণে প্রভাব ফেলে না এর প্রমাণ রয়েছে ভূরি ভূরি। বিশেষজ্ঞদের মুখেও শোনা গেল, মাঠে যারা ভালো পারফর্ম করবে শিরোপা তাদের ঘরেই যাবে। ইস্তানবুলের আতাতুর্ক অলিম্পিক স্টেডিয়ামে মালদিনির গোলে প্রথম মিনিটেই লিড নেয় এসি মিলান। চ্যাম্পিয়ন্স লীগের ফাইনালের ইতিহাসে এটা দ্রুততম গোল। এরপর দু'দলের আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের মধ্য দিয়ে খেলা এগোতে থাকে। যদিও মিলানই গোল করার বেশি সুযোগ পায়। দশ মিনিট আগে যে শেভচেনকোর গোল রেফারি অফসাইডের জন্য বাতিল করে দেন সেই শেভচেনকোর পাসেই ৩৯ মিনিটে চেলসি থেকে ধারে খেলতে আসা হারনান ক্রেসপো মিলানের পক্ষে দ্বিতীয় গোল করেন। পনেরো মিনিট পর ফাঁকায় বল পেয়ে ক্রেসপো চমৎকারভাবে চিপ করে নিজের দ্বিতীয় এবং মিলানের পক্ষে তৃতীয় গোল করেন। চীনের প্রাচীরতুল্য মিলানের ডিফেন্স ভেঙে এক গোল দিতেই যেখানে বাঘা বাঘা দলগুলোকে ঘাম ঝরাতে হয় সেখানে তিন গোলের কথা চিন্তা করা অবান্তর। তাই বিরতির সময়ই বিশেষজ্ঞরা মিলানকে নতুন চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আখ্যা দিলেন। কিন্তু লিভারপুলের কোচ রাফা বেনিতেজ এটা শুনে বোধহয় মুচকি হাসছিলেন। ড্রেসিং রুমে তিনি তার খেলোয়াড়দের কী জাদুর পরশ দিলেন তা তিনিই জানেন। বিরতির পর লিভারপুল মিলানের পোস্টে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। গোলও এলো খুব দ্রুত। ৫৪ মিনিটে অধিনায়ক স্টিভেন জেরার্ড চমৎকার হেডে ব্যবধান কমান। এরপর চোখের পলকে পুরো খেলার চিত্রটা পাল্টে যেতে আরম্ভ করলো। দুই মিনিট পরই ২৫ গজ দূর থেকে নেয়া ভ্লাদিমির স্মিসারের তীব্র শট গোলরক্ষক ডিডার হাত ছুঁয়ে মিলানের জালে গড়ায়। স্কোর দাঁড়ায় ৩-২-এ। ৬০ মিনিটেই আবার গাটুছো পেনাল্টি সীমানায় জেরার্ডকে টেনে ধরলে রেফারি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন। পেনাল্টিতেও দেখা গেলো নাটকীয়তা। জাভি এলোনছোর নেয়া শট ডিডা ফিরিয়ে দেন। কিন্তু ফিরতি বলে এলোনছো ডিডাকে পরাস্ত করতে বিন্দুমাত্র ভুল করেননি। মিলানের দর্শকরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না কী ঘটেছে। তাদের কাছে সবকিছু দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিলো। পনেরো মিনিট আগেও যারা চিৎকার-চেঁচামেচিতে গ্যালারি গরম করে রেখেছিল সময়ের ব্যবধানে তারাই একেবারে চুপসে গেলো। অন্যদিকে লিভারপুলের দর্শকরা তখন আনন্দে আত্মহারা। বাকি সময়টুকু এবং অতিরিক্ত সময়ের খেলায় মিলান ভুলনামূলকভাবে ভালো খেললেও ভাগ্যবিধাতা তাদের সঙ্গে ছিল না। অতিরিক্ত সময়ের খেলা শেষ হওয়ার চার মিনিট আগে শেভচেনকোর প্রচেষ্টা অসামান্য দক্ষতায় ফিরিয়ে দেয় গোলরক্ষক ডুডেক। টাইব্রেকারে যাওয়ার আগেই বোধহয় মিলানের খেলোয়াড়রা পরাজয় মেনে নিয়েছিলো। তাদের নেয়া পেনাল্টি শটগুলো দেখলে এমনটাই মনে হবে। অবশ্য পোস্টে ডুডেকের আচরণও মিলানের খেলোয়াড়দের বিভ্রান্ত করে তুলেছিলো। শেষ পর্যন্ত লিভারপুল টাইব্রেকারে মিলানকে হারিয়ে পঞ্চমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লীগের শিরোপা জেতে।

বছরের শুরুতে রাফায়েল বেনিতেজকে কোচ নিয়োগ করাটাই ছিল লিভারপুলের জন্য টার্নিং পয়েন্ট। আগের বছর ভ্যালেন্সিয়াকে স্প্যানিশ লীগ ও ইউইএফএ কাপ জেতানো বেনিতেজ দায়িত্ব নিয়ে প্রথমেই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। দলকে টেনে বের করে আনেন পরাজিত মানসিকতা থেকে। খেলোয়াড়রা বিশ্বাস করতে শুরু করেন

যেকোনো বড় দলের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো ক্ষমতা তাদের আছে। পুরো মৌসুমে লিভারপুলের খেলায় তারই প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বেনিতেজের অধীনে সারাটা বছর তারা যে লড়াকু মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে তা এক কথায় অসাধারণ। বিশেষ করে চ্যাম্পিয়ন্স লীগে বারবার পিছিয়ে পড়লেও প্রতিবারই অবিশ্বাস্য নৈপুণ্যের ওপর ভর করে খেলায় ফিরে এসেছে। এই লড়াই করার ক্ষমতাকে পুঁজি করে যেখানে প্রথম রাউন্ডেই প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়া একেবারে নিশ্চিত, সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে শিরোপা জিতলো লিভারপুলই।

টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডেই লিভারপুল তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দেয়। ডাবল লেগ পদ্ধতিতে খেলা এই রাউন্ডে তাদের শুরুটা এতোই খারাপ হয়েছিল যে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়া ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু অলিম্পিয়াকসের বিরুদ্ধে আমরা দেখলাম দুর্ধর্ষ জেরার্ড বাহিনীকে। টুর্নামেন্ট থেকে লিভারপুলের বিদায়ঘণ্টা বাজতে মাত্র চার মিনিট বাকি। সবাই নিশ্চিত, নকআউট পর্বে যাচ্ছে না লিভারপুল। কিন্তু অধিনায়ক স্টিভেন জেরার্ডের মাথায় ছিল অন্য চিন্তা। ২৫ গজ দূর থেকে নেয়া তীব্র শটে অলিম্পিয়াকসের গোলরক্ষককে পরাস্ত করে দলকে নকআউট পর্বে খেলার ছাড়পত্র এনে দেন তিনি।

নকআউট পর্বে অবশ্য জার্মানির বায়ার লেভারকুজেনের বিরুদ্ধে জয় পেতে ঘাম ঝরাতে হয়নি লিভারপুলকে। দুই লেগেই ডমিনেট করে খেলে ৬-২ এগ্রিগেটে পৌঁছে যায় কোয়ার্টার ফাইনালে। এই রাউন্ডে তাদের খেলতে হয় ইটালিয়ান জায়ান্ট যুভেন্টাসের বিরুদ্ধে। দুই দলের এই মোকাবেলা খেলার চেয়ে বেশি আলোচিত হয় ২০ বছর আগে ঘটে যাওয়া এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জন্য। ১৯৮৫ সালে ব্রাসেলসের হেসেল স্টেডিয়ামে এই দু'দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত ফাইনালে গ্যালারির দেয়াল ভেঙে ৩৯ জন দর্শক মারা যায়। তাদের বেশির ভাগই ছিল ইটালিয়ান সাপোর্টার। আবেগের কোয়ার্টার ফাইনালে সাম্প্রতিক ফর্ম আর শক্তির বিচারে যুভেন্টাসকেই সবাই ফেভারিটের সার্টিফিকেট দিলেন। কিন্তু এখানেও চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে যোগ্য দল হিসেবেই লিভারপুল উঠে এলো শেষ চারে। সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ হিসেবে তারা পায় ইংল্যান্ডেরই আরেক দল চেলসিকে। চেলসি এখন ইউরোপের নতুন শক্তি। তারওপর চেলসির কোচ জোসে মোরিনহোর অধীনেই পর্তুগিজ ক্লাব পোর্তো গত বছর চ্যাম্পিয়ন্স লীগের শিরোপা জিতেছিল। তাই এই রাউন্ডেও লিভারপুলকে মাঠে নামতে হয় আন্ডারডগের বদনাম মাথায় নিয়ে। কিন্তু আবারও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। খেলা আরম্ভ করলো আন্ডারডগ হিসেবে কিন্তু মাঠ ছাড়লো বিজয়ীর বেশে। খেলাধুলায় ভালো পারফরমেন্সের পাশাপাশি ভাগ্য সঙ্গে না থাকলে জয় পাওয়া যায় না। চেলসির বিরুদ্ধে খেলায় এই সত্যতার প্রমাণ পাওয়া গেলো। মুহুর্মুহু আক্রমণ শানিয়েও চেলসি কোনোভাবেই লিভারপুলের গোলরক্ষক ডুডেককে পরাস্ত করতে পারলো না। উল্টো বিতর্কিত এক গোলে ১-০ এগ্রিগেটে ফাইনালে পৌঁছে গেলো লিভারপুল।

পুরো চ্যাম্পিয়ন্স লীগেই লিভারপুল বারবার পিছিয়ে পড়েও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। খেলার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা লড়াই করে গেছে। এর পুরো কৃতিত্বই অবশ্য কোচ রাফায়েল বেনিতেজের। তার 'নেভার ছে ডাই' এটিচ্যুডই লিভারপুলকে ঈর্ষণীয় সাফল্য এনে দিয়েছে।